(০১ নং মতবিরোধের কারণ)।

(১) সীমাবদ্ধ) نِصَا بٌ /নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত আলিম হওয়াঃ

ব্যাখ্যাঃ কওমী ও আলিয়া মাদরাসা (সরকারি মাদরাসা) পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা বা উত্তীর্ণপ্রাপ্ত উলামাকেরামগণের অধিকাংশই সীমাবদ্ধ (নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত আলিম । ফলে তাঁরা ইসলাম ধর্মের বাহ্যিকভাবে অনুসারী হয়েও মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের সমস্ত আয়াত বা বানীর ব্যাখ্যা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সমস্ত হাদিস শরীফ সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না। ইসলাম ধর্মের এ স্তরের উলামাকেরামগণের অধিকাংশ আলিমই মতবিরোধী বিষয়গুলোর ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ অনুসারে সমাধান না দিয়ে তাঁদের নিজ নিজ ধারণাপ্রসূত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মতামত পেশ করে থাকেন । আর জেনে রাখা দরকার যে, ধারণা প্রসূত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মতামত পেশ করা হচ্ছে কুফুরীর নিদর্শন। যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা কাফেরদের বেলায় ধারণাপ্রসূত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মতামত পেশ করার বিষয়ে নিন্দা করে পবিত্র কুরআনে বলেনঃ----------

" مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اِتِبَاعَ الظَّنّ

(অর্থঃ- ধারণার অনুসরন ব্যাতিত এ ব্যাপারে তাদের (কাফেরদের) কোন জ্ঞান বা এলম নাই, সুরা-নেছা-আয়াত নং-১৫৭ । আর এক আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ - " انَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا"

(অর্থঃ- নিশ্চয়ই "ধারণা" দ্বারা কোন সত্য অর্জন করা যায়না, সুরা -নজম,আয়াত নং-২৮)। অথচ এ ব্যাপারে তাঁদের উপর ফরজ দায়িত্ব হল ধারণা প্রসূত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বরং মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের সমস্ত আয়াত বা বানীর ব্যাখ্যা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদিস শরীফ জ্ঞাত হয়ে উহার উপর ভিত্তি করে কথা বলা বা মতামত পেশ করা। অন্যথায় চুপ থাকা যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ- "لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْم"

(অর্থ- "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার অনুসরন করিও না", সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-৩৬)।

উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লা মুমিন-মুসলিমদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করা সত্বেও কওমী ও আলিয়া মাদরাসা পর্যায়ের সীমাবদ্ধ (নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত উলামাকেরামগনের অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে কেন কথা বলে থাকেন বা ফতওয়া দিয়ে থাকেন এবং তাঁরা চুপ থাকতে পারেন না কেন ?

এর একমাত্র কারন, তাঁরা এখন পর্যন্ত নবী আলাইহিমুস সালামগনের ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের মর্যাদা অর্জন করতে পারেন নি। যেখানেই আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে কোন আদেশ-নিষেধ নাই সেখানে যেসমস্ত উলামাকেরামগন আদেশ-নিষেধ করেন না তারাই প্রকৃতপক্ষে নবী আলাইহিমুস সালামগনের "ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুল"।

এমতাবস্থায় "নবীদের ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের" একমাত্র দায়িত্ব হবে এ কথা বলা যে- "আল্লাহ তাআ'লাই এ বিষয়ে ভাল জানেন" এবং মুসলিম জনগনকে তাঁরা বলবেন- "আপনারা ইচ্ছে করলে এ কাজ করতে পারেন, আপনারা ইচ্ছে না করলে এ কাজ নাও করতে পারেন"। কারন, এ

বিষয়েতো আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষ থেকে কোন আদেশ-নিষেধ নাই । তাই, আমাদেরও এ বিষয়ে কিছু বলার অধিকার নেই। পক্ষে-বিপক্ষে কোন এক দিকে জোর দিয়ে তাঁরা কোন মতামত প্রকাশ করবেন না ।

কোন মতবিরোধী বিষয়ে যদি মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বানী ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্পষ্ট হাদিস শরীফ না পাওয়া যায় এমতাবস্থায় কোন মতামত প্রকাশ না করে চুপ থাকা নবী আলাইহিমুস সালামগণের সিফাত বা গুণ। আর এটা হচ্ছে নবী আলাইহিমুস সালামগনের "ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের নিদর্শনও" বটে । যেমন- কোন অজানা বিষয়ে চুপ থাকার বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে প্রসংশা করে বলেনঃ----------

" وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَ وَحْى يُوْحَى "

(অর্থ-"আল্লাহ তাআ'লার ওহী তথা প্রত্যাদেশ ব্যাতিত তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কথা বলেন না", সুরা নজম, আয়াত নং-৩ । কেউ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত থাকতে চান তাকে কিন্তু মতবিরোধী বিষয়গুলোতে চুপ থাকার অথবা মতামত প্রকাশ না করার নিয়ম গ্রহণ করতে হবে। এটা হচ্ছে সকল মুসলিম মানুষের উপর ফরজ। কওমী ও আলিয়া মাদরাসা পর্যায়ের সীমাবদ্ধ সিলেবাসভূক্ত উলামাকেরামগনের অধিকাংশ আলিম কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ-নিষেধ ছাড়াই কথা বলে থাকেন বা ফতওয়া দিয়ে থাকেন। যেমন ধরুন একটি বিষয়- "মাযার যিয়ারত" করাকে তারা নিষেধ করে থাকেন। অথচ এ বিষয়েতো আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে কোন আদেশ-নিষেধ নাই। উলামাকেরামগণের যারাই মতবিরোধ বিষয়গুলোতে ধারণার ভিত্তিতে পক্ষে-বিপক্ষে কোন এক দিকে জোর দিয়ে মতামত প্রকাশ করে থাকেন তারা হচ্ছেন "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ এবং মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা "মুনাফিক মুসলিম"।

তাদের এরূপ মতামতের ফলে মুসলমানের মাঝে বিরোধ বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যকার এ বিরোধের ফলে তাঁরা একে অপরকে,পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি করে থকে, একে অপরকে ঘৃনার চোখে দেখে থাকে। এমনকি শেষ পর্যায়ে মারামারি-খুনখারাবিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থাটা কিন্তু মোটেই ভাল নিদর্শন নহে বরং এ ঘৃন্য কর্মের ফলে উপরে বর্ণিত সৎ কর্মগুলো করা সত্বেও তারা শেষ পর্যন্ত জাহান্নামেই প্রবেশ করে ফেলবে। তখন কিন্তু তাদের সৎ কর্মগুলো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন উপকারে আসবেনা। বরং তাদের উক্ত সৎ কর্মগুলো কুলুর বলদের মত অবস্থা হবে যে, খাটুনি খেটেও আখেরাতে মায়নি তথা পুরস্কার পাওয়া যাবেনা। আর দুনিয়াতে নিজেদের প্রভাব-পত্তি,শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

যেমন- আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন----------

"وَلاَتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنّ اللهَ مَعَ الصّابِرِيْنَ" -

অর্থঃ-"তোমরা পরস্পর বিরোধ করো না, তা হলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে,তোমাদের প্রভাব-পত্তি,শক্তি ধ্বংস হয়ে যাব "। (এ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে হলে নিজের মত প্রত্যাখান করে অন্যের মত গ্রহনে) ধৈর্য ধারন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা (এ অবস্থাতে) ধৈর্য ধারনকারীদের সাথে আছেন", ছূরা আল আনফাল, আয়াত নং-৪৬।

এখন ভেবে চিন্তা করে দেখুন, আমরা পবিত্র কুরআনের এ আয়াত খানা মেনেছি কিনা ? ।